বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১২-২০১৩

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়
(বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন)

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৯
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ)	৩১-৩৬
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ০৫/০৯/১৪২৩ বঃ
১৯/১২/২০১৬ খ্রিঃ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর অধীন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ২০০৭-০৮ হতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তিসমূহ ও মন্তব্যসমূহ উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ ২৩/০৮/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০৭/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	
০১	বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে কেবিন ক্রুদের অতিরিক্ত ফ্লাইং আওয়ার বিল পরিশোধে অতিরিক্ত ব্যয়।	৫৭,৪৪,৯১৭
০২	বিধি অনুযায়ী টিকেট বিক্রির টাকা বিমান তহবিলে জমা না হওয়ায় ক্ষতি।	২,৯৪,১৬,৭৫৯
০৩	বিমান কলকাতা স্টেশনের রিজিওনাল ম্যানেজার কর্তৃক অনিয়মের মাধ্যমে এজেন্ট M/S KUKA TRAVELS কে টিকেট বিক্রির অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়ায় ক্ষতি।	৩৬,১৮,৭৫২
০৪	ব্যাংক গ্যারান্টির অতিরিক্ত অর্থ বকেয়ার সুযোগে লন্ডন ষ্টেশনে কেএমসি ট্রাভেল এজেন্ট কর্তৃক বিমানের টিকেট বিক্রির অর্থ আত্মসাৎ করায় ক্ষতি।	৪১,১৪,৫৭৪
০৫	বিভিন্ন এয়ারলাইন্স, কুরিয়ার/এজেন্ট ও কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট বিমান কার্গো কমেপ্লেক্সের স্থাপনা ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী।	৭,৪৭,০৩,৯৭৬
০৬	প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে মালামাল সংগ্রহ না করে মজুদ বৃদ্ধি জনিত কারণে ক্ষতি।	১,৬৩,৬৪,০৪০
০৭	বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটের প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৩৫,৭১,৮৬৪
	কৃষি মন্ত্রণালয়	
০৮	সার রিসিভার্স ঠিকাদার মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সের নিকট হতে ডেমারেজ বাবদ পাওনা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,১৫,৭৮,৮৯৬
০৯	ডিপিপি এবং পিপিআর এর শর্ত/বিধি উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করে তা বাতিল করতঃ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান না হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত সংখ্যক পাম্প ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয়।	৫,৭৬,৮১,০০০
১০	পিপিআর'০৮ এবং ডিপিপি এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ছাড়া সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মেশিনারী ক্রয়।	
১১	সরকারী অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচীর দরপত্র সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬০,২৮,৫৬৮
১২	ক্রয়কৃত ট্রাক্টর ৪ বছর যাবৎ ব্যবহৃত না হলেও পুনরায় ডিপিপিতে নতুন ট্রাক্টর ক্রয়ের প্রস্তাব অর্ন্তভূক্ত করে ট্রাক্টর ক্রয়ে সরকারি অর্থের অপচয়।	৩৪,৭০,০০০
১৩	নতুন ডিহিউমিডিফায়ার (Dehumidifier) স্থাপনের ৩ মাস পর অকেজো হওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৩৮,২৭,০০০
	মোট =	২৫,০১,২০,৩৪৬

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত অর্থ বছর ঃ

- ২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা;
- রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
০১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০২	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১২-১২-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৩	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	২২-০১-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৪	কর্মসূচী পরিচালক, শেরপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসুচী, বিএডিসি, জামালপুর।	১৯-০২-১২ খ্রিঃ হতে ০১-০৩-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) ও কর্মসূচী পরিচালক, টাঙ্গাইল জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী, বিএডিসি, টাঙ্গাইল।	২২-০১-১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০১-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৬	কাশিমপুর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	১০-০২-১২ খ্রিঃ হতে ২৩-০২-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- টেন্ডারে অনিয়ম, চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করা ও বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানে অনিয়ম।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক এই প্রতিবেদনে বর্ণিত আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনাম ঃ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে কেবিন ক্রুদের অতিরিক্ত ফ্লাইং আওয়ার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৫৭.৪৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কেবিন ক্রু ওভারসিজ এলাউন্স বিল রেজিস্টার ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে কেবিন ক্রুদের অতিরিক্ত ফ্লাইং আওয়ার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৫৭,৪৪,৯১৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ২৩-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৯০ তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কেবিন ক্রু মাসিক সর্বোচ্চ ১২০০ ইউ এস ডলার ওভারসিজ এলাউন্স প্রাপ্য হবেন ।
- বোর্ড সভার উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক অফিস আদেশ জারী না করায় এপ্রিল/১২, মে/১২ ও জুন/১২ এই ০৩ (তিন) মাসে অতিরিক্ত ওভারসিজ এলাউন্স বিল বাবদ পরিশিষ্টে বর্ণিত ৭০,০৫৯.৯৬ ইউ এস ডলার সমপরিমাণ ৫৭,৪৪,৯১৬.৭২ (১ ডলার=৮২ টাকা) টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সংস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-"১")

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উক্ত বিষয়ে ২৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসন বিভাগে নথি উপস্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে পরিচালক প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয়ের আলোচনায় নথিটি স্থগিত হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় বিমানের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে উক্ত আদেশ জারি হতে বিরত থাকা। পরবর্তীতে ০৪-০২-১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ নং ০১/২০১৩ জারি করা হয়েছে যা ০২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ০৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ অনুযায়ী সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রশাসনিক আদেশ মোতাবেক মাসিক ১২০০ ইউএসডি এর অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ০২।

শিরোনাম ঃ বিধি অনুযায়ী টিকেট বিক্রির টাকা বিমান তহবিলে জমা না হওয়ায় ক্ষতি ২,৯৪.১৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা কালে রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র, বিলিং বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিধি অনুযায়ী টিকেট বিক্রির টাকা বিমান তহবিলে জমা না হওয়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা ২,৯৪,১৬,৭৫৯ টাকা।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, সৌদিআরবস্থ M/S ACE Travel Agent এর সাথে General Sales Agent (GSA) হিসাবে চুক্তি হয়। M/S ACE Travel Agent সৌদিআরবে বিভিন্ন Sub- Agent নিয়োগ করে থাকে। চুক্তিপত্রের ১০ নং শর্তানুযায়ী General Sales Agent (GSA) কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বিভিন্ন Sub-Agent এর টাকা ১৫ দিনের মধ্যে Bank Settlement Plan (BSP) এর মাধ্যমে বিমানের তহবিলে জমা হবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের হিসাব বিবরণী জমা দিবেন।
- কিন্তু উক্ত সাব এজেন্টগণের মধ্য হতে M/S Four Lines Travel and Tourism কর্তৃক ০৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৫,০১,২০৬.৩০ সৌদি রিয়াল এবং ১৬-৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৪,২৭,০২৫.৪৭ সৌদি রিয়াল, ২৪-০৬-১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখে ৩,১৬,৮২৫.১৯ সৌদি রিয়াল এবং ০১-০৭-১২ খ্রিঃ হতে ০৭-০৭-১২ খ্রিঃ তারিখে ৩৩৯৩২.৬২ সৌদি রিয়ালসহ সর্বমোট (৫,০১,২০৬.৩০+৪,২৭,০২৫.৪১+৩,১৬,৮২৫.১৯+৩৩,৯৩২.৬২) সৌদি রিয়াল = ১২,৭৮,৯৮৯.৫২ সৌদি রিয়াল পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বিমান তহবিলে জমা হওয়ার বিধান থাকলেও নিরীক্ষা চলাকালীন দীর্ঘ ০৪ মাসেও জমা হয়নি।
- প্রতি সৌদি রিয়াল ২৩.০০ টাকা হিসেবে মোট জড়িত (১২,৭৮,৯৮৯.৫২×২৩) টাকা =২,৯৪,১৬,৭৫৯ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-"২")।
- সৌদি আরবে কর্মরত কান্ট্রি ম্যানেজার ও ফিন্যান্স ম্যানেজার বিমানের টিকেট বিক্রি, মালামাল পরিবহনের ভাড়া আদায় ও মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট সাব এজেন্ট এর ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ২,০১,১০১.৫৯ সৌদি রিয়াল নগদায়ন করে বিমানকে পরিশোধ করা হয়েছে। অনাদায়ী (১২,৭৮,৯৮৯.৫৮-২,০১,১০১.৫৯)=১০,৭৭,৮৮৮ সৌদি রিয়াল আদায়ের জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া মামলাও রজু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। সংশ্লিষ্ট কান্ট্রি ম্যানেজার জনাব মোঃ আশরাফ আলী ও ফাইন্যান্স ম্যানেজার জনাব মোঃ আব্দুর রহিম এর দায়িত্বে অবহেলার কারণে উক্ত টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট এজেন্ট এর তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত কান্ট্রি ম্যানেজার ও ফাইন্যান্স ম্যানজারের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা অতিসত্বর সুদসহ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩।

শিরোনাম ঃ বিমান কলকাতা স্টেশনের রিজিওনাল ম্যানেজার কর্তৃক অনিয়মের মাধ্যমে সেলস এজেন্ট M/S KUKA TRAVELS কে টিকেট বিক্রির অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়ায় ক্ষতি ভারতীয় রুপি ২১,৯৯,৮৪৯ সমপরিমান বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩৬.১৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে M/S KUKA TRAVELS এর তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় নিম্নেলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- M/S KUKA TRAVELS ০৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে IATA (International Air Transport Association) এর ৫০,০০০ ভারতীয় রুপির ব্যাংক গ্যারান্টি বিমান কলকাতা স্টেশনে জমা রেখে মধ্য জুলাই/২০১১ হতে বিমানের টিকেট সেলস এজেন্ট হিসেবে ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু বিমান প্রধান কার্যালয়ের এজেন্সি ইন্টারলাইন শাখায় M/S KUKA TRAVELS এর নামে কোন নথি, চুক্তিপত্র পাওয়া যায়নি এবং বিমানের ২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির ১৩-১১-১২ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনেও উল্লেখ রয়েছে যে, M/S KUKA TRAVELS নামে কোন নথি কলকাতা স্টেশনে নেই। অর্থাৎ সেলস এজেন্ট হিসেবে পদ্ধতিগত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বিমানের সাথে ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী M/S KUKA TRAVELS এর সাথে বিমানের ব্যবসার সময়কাল ছিল মধ্য জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১১ পর্যন্ত। উক্ত সময়ে ছাড়কৃত টিকেট ক্যাপিং (Capping) বিবরণী (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-"৩") হতে দেখা যায় যে, ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে ছাড়কৃত টিকেট ক্যাপিং (Capping) এর শতকরা হার ছিল পাক্ষিক সর্বনিম্ন ২২৭.৪৫% ও সর্বোচ্চ ৪৪৩৫.২৪%। ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে প্রতি পাক্ষিকে প্রাপ্য টিকেট ক্যাপিং ৩-৪ টি হলেও রিজিওনাল ম্যানেজার কর্তৃক পাক্ষিক সর্বনিম্ন ০৬ টি ও সবোর্চ্চ ১১৭ টি টিকেট ক্যাপিং (Capping) এর সুযোগ দেয়া হয়েছে। যা গুরুতর অনিয়ম।
- নিয়মানুযায়ী টিকেট ক্যাপিং এর ক্ষেত্রে স্টেশন হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও এক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থাপক তদন্তে স্বীকার করেন যে, টিকেট ক্যাপিং রেজিস্টার তাঁর পরামর্শ মোতাবেক তাঁর সেক্রেটারী কর্তৃক পরিপালন করা হতো এবং সেক্রেটারী ও হিসাব ব্যবস্থাপক উভয়ের জবানবন্দিতে উক্ত বিষয়ের সত্যতা তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে।
- বিমান প্রধান কার্যালয়ের অর্থ বিভাগের ১১-০১-১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখের নীতিমালা অনুযায়ী এজেন্টদের নিকট হতে শুধুমাত্র নগদ/পে-অডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কলকাতা স্টেশন কর্তৃপক্ষ M/S KUKA TRAVELS এর নিকট হতে ১৭,৪৪,৪২১ ভারতীয় রুপির চেক গ্রহণ পূর্বক ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে ৩ (তিন) বার তহবিল স্বল্পতার কারণে ব্যাংক কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় রিজিওনাল ম্যানেজার ও ম্যানেজার ফাইন্যান্স যথাসময়ে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করেননি।
- জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১১ পর্যন্ত সময়ে মোট টিকেট বিক্রি বাবদ অর্থ ১,২৮,১১,১৮৫ ভারতীয় রুপির মধ্যে ২৯-০২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ১,০৫,৬১,৪১২.৮৯ ভারতীয় রুপি। অবশিষ্ট ২২,৪৯,৭৭২.১১ রুপির মধ্যে ৩০-০৪-১২ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টির ৪৯,৯২৩ রুপি নগদায়ন করা হলেও সর্বশেষ ২১,৯৯,৮৪৯.১১ রুপি নিরীক্ষাকালীন (ডিসেম্বর/২০১২) সময় পর্যন্ত আদায়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।
- সুতরাং বিমান কলকাতা স্টেশন এর রিজিওনাল ম্যানেজার এবং ম্যানেজার ফাইন্যান্স কর্তৃক বর্ণিত অনিয়মের মাধ্যমে M/S KUKA TRAVELS কে বিমানের টিকেট বিক্রির অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়ায় বিমানের ক্ষতি ভারতীয় রুপি ২১,৯৯,৮৪৯.১১ সমপরিমান বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩৬.১৮,৭৫২ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -"৩")।
- বিমান প্রধান কার্যালয়ের ০৩-১০-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখের অফিস আদেশ নং-84R/CIRI/99/65 মোতাবেক উক্ত ক্ষতির দায় কলকাতা স্টেশন কর্তৃপক্ষের এড়ানোর সুযোগ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব না পাওয়ায় আপত্তিটি স্বীকৃতিমূলক। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবার পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিসত্তর সমুদয় টাকা আদায় অথবা তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এজেন্ট তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, পি-৩২১৫৪ এবং ব্যবস্থাপক অর্থ জনাব রতন কুমার রায়, পি-৩৩২৮৬ এর নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে এই ধরণের অনিয়ম রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনাম ঃ ব্যাংক গ্যারান্টির অতিরিক্ত অর্থ বকেয়ার সুযোগে লন্ডন স্টেশনে কেএমসি ট্রাভেল এজেন্ট কর্তৃক বিমানের টিকেট বিক্রির অর্থ আত্মসাৎ করায় ক্ষতি ৪১.১৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে রেভিনিউ জেনারেল ও এজেন্সি ইন্টারলাইন শাখায় রক্ষিত কেএমসি সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় উক্ত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- M/S KMC Travel Ltd. Unit 2B, 63-65 Pricedet Street, London, EISLP, UK বিমানের Passenger Sales Agent হিসেবে ০২-০৯-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে বিমানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিপত্রের Article-13 অনুযায়ী ব্যাংক গ্যারান্টি জিবিপি (গ্রেট বৃটেন পাউন্ড) ৩৫,০০০। তবে বিমান প্রয়োজনে উক্ত জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে।
- নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় লন্ডন মার্কেটে অন্যান্য সেলস এজেন্টের ব্যাংক গ্যারান্টি জিবিপি ৫০,০০০ এর উর্ধ্বে, যেখানে KMC এর ব্যাংক জিবিপি ৩৫০০০। KMC এর ০৬ (ছয়) মাসের (জানুয়ারি/০৯ হতে জুন ০৯) টিকেট বিক্রয় প্রতিবেদন অনুযায়ী মাসিক গড় বিক্রয় ছিল জিবিপি ৩৮,০৯৯.৮২। কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দুই মাসের টিকেট বিক্রয় প্রতিবেদনের অর্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ জিবিপি ৭০০০০/৭৫০০০ এ ব্যাংক গ্যারান্টি নির্ধারণ না করে KMC কে কম ব্যাংক গ্যারান্টিতে ব্যবসার সুবিধা দেয়ায় বিমানের আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
- জুলাই/২০০৯ মাসের ০১-১৫ এবং ১৬-৩১ তারিখের টিকেট বিক্রয়ের (১১,৯৩০.৮৮+২৭,৯৯৪.২০) জিবিপি =৩৯,৯২৫.০৮ জিবিপি আগস্ট/২০০৯ মাসে আদায়/ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করেই আগস্ট/২০০৯ মাসের ০১-১৫ এবং ১৬-৩১ তারিখের টিকেট বিক্রয় বাবদ (৭,৯১৯.৭১+১৮,২১০.৭০) জিবিপি = ২৬,১৩০.৪১ জিবিপি ও Short collection বাবদ জিবিপি ৬২৪.৫৭ বকেয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বর্ণিত সময়ে টিকেট বিক্রি বাবদ মোট বকেয়া (৩৯,৯২৫.০৮+২৬,১৩০.৪১+৬২৪.৫৭) জিবিপি= ৬৬,৬৮০.০৬ জিবিপি যা বিক্রয় প্রতিনিধি M/S KMC Travel Ltd কর্তৃক বিমানকে পরিশোধ করা হয়নি। ফলে বিমান কর্তৃক ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ জিবিপি ৩৫০০০, অক্টোবর/২০০৯ মাসে নগদায়ন করা হলেও অবশিষ্ট জিবিপি ৩১,৬৮০.০৬ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় বিমানের ক্ষতি হয়েছে দেশীয় মুদ্রায় ক্ষতি ৪১,১৪,৫৭৪.৫১ টাকা (১ জিবিপি=১২৯.৮৭৯ টাকা হিসেবে) । বিমান আদেশ নং-84R/CIRI/99/65 তারিখঃ-০৩-১০-১৯৯৯ খ্রিঃ অনুযায়ী উক্ত ক্ষতির দায় তৎকালীন বিমান লন্ডন স্টেশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এড়াতে পারেন না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিমানের পরিচালক বিক্রয় ও বিপণন কর্তৃক Country Manager UK & Ireland কে বর্ণিত অর্থ KMC Travels এর নিকট হতে আদায়ের জন্য এবং হালনাগাদ অবস্থা প্রধান কার্যালয়কে জানানোর জন্য বলা হয়েছে। পাওনা অর্থ হিসাব নং ২০৫৩২ তে প্রদর্শন পূর্বক সংরক্ষণ করা আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। পাওনা অর্থ হিসাব নং ২০৫৩২ তে প্রদর্শন পূর্বক সংরক্ষণ করা আছে। কিন্তু অদ্যাবধি পাওনা আদায় হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিসত্বর সমুদয় টাকা কেএমসি ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হতে অথবা সংশ্লিষ্ট এজেন্ট তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব মোহাম্মদ শামসুল করিম, কান্ট্রি ম্যানেজার, লন্ডন এর নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৫।

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন এয়ারলাইন্স, কুরিয়ার/এজেন্ট ও কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট বিমান কার্গো কমপ্লেক্সের স্থাপনা ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী ৭,৪৭.০৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিমান কার্গো কমপ্লেক্সের হিসাব শাখায় রক্ষিত স্থাপনা ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল আদায় রেজিস্টার ও বকেয়া ভাড়ার বিবরনী পর্যালোচনায় নিম্নেলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বিমান কার্গো কমপ্লেক্স ও কার্গো ভিলেজের বিভিন্ন স্থাপনা, এয়ারলাইন্স, কুরিয়ার/এজেন্ট এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত হারে ভাড়া দেয়া হয়।
- ভাড়া চুক্তির ২ নং অনুচ্ছেদে ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে যে, " Rent to be payable in advance, on the 7th day of the preceding month subsequent payment to be made on the same day of every calendar month including electricity bill there after in the from of pay order/bank draft, from any schedule bank in Bangladesh payable in favour of Biman Bangladesh Airlines Ltd.
- অনুচ্ছেদ ৩ এর (ii) তে উল্লেখ আছে "to pay all moneys due to and payable under Clause-2 at the times and in the manner set out in that provision always that if the 2nd party should fail to do so, the 2nd party (Agent) shall in addition be liable to pay interest on all unpaid sums due at the rate of 14% per annum if paid a lump sum including interest or 18% per annum if paid by installment and such interest shall accure from day to day from the date such sums become due to the date of payment and 1st party shall be entitled to appropriate any part payment made by the 2nd party towards the satisfaction of such sum to the discharge of interest payable here under in the first instance and if the 2nd party should make such a part payment he shall be deemed to have opted to pay the unpaid sums due installment.
- চুক্তি মোতাবেক ভাড়া আদায়ের ব্যর্থতার কারণে আলোচ্য অর্থ বকেয়া পড়ে, যা যে কোন সময় ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
- বকেয়া ভাড়া বিবরনী পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, বিমান কর্তৃক বর্ধিত হারে ভাড়া দাবী করা হলেও সংশ্লিষ্ট এজেন্টগণ পূর্বের হারে ভাড়া পরিশোধ করছে।
- চুক্তির ৩ (ii) অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রয়োজনে সুদসহ ভাড়া আদায়ের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বিভিন্ন কুরিয়ার/এজেন্ট এর নিকট নভেম্বর/২০১২ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ৬,৭৬,৭৩,৬৫২.৮৪ টাকা, বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর নিকট বকেয়ার পরিমাণ ৫৬,৪৩,২৯৫.০৮ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট পরিশিষ্টে বর্ণিত সময়ে বকেয়ার পরিমাণ ১৩,৮৭,০২৭.৮৩ টাকা। সর্বমোট প্রাপ্য (৬,৭৬,৭৩,৬৫২.৮৪+৫৬,৪৩,২৯৫.০৮+ ১৩,৮৭,০২৭.৮৩) টাকা =৭,৪৭,০৩,৯৭৫.৭৫ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-"৪")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অতিসত্বর জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিসত্বর সুদসহ সমুদয় টাকা আদায় নিশ্চিত করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৬।

শিরোনাম ঃ প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে মালামাল সংগ্রহ না করে মজুদ বৃদ্ধিজনিত কারণে ক্ষতি ১,৬৩.৬৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বন্ড স্টোর ও এফএসডি স্টোর সরেজমিন পরিদর্শন, বিন কার্ড, কার্ডেক্স কার্ড (Cardex Card), মজুদ রেজিস্টার পর্যালোচনায় নিম্নে বর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সম্ভার ও ক্রয় বিভাগের এমপিএন্ডপিসি (বাণিজ্যিক) শাখার ইনডেন্ট নং-২১/বন্ড/ফরেন/৯০৫; তারিখঃ ১৪-১১-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বৈদেশিক ক্রয় শাখাকে ৫৫৫ সিগারেট ২৪,০০,০০০ স্টিকস এবং ডানহিল সিগারেট ২৪,০০,০০০ স্টিকস সংগ্রহের চাহিদা প্রেরণ করা হয়। উক্ত চাহিদাপত্রে সিগারেটের সরবরাহ সূচী ছিল মার্চ/০৬ হতে প্রতি ০৩ মাস অন্তর ০৬ লক্ষ স্টিকস এবং ডানহিল জানুয়ারি/০৬ হতে প্রতি ০৩ মাস অন্তর ০৬ লক্ষ স্টিকস।
- উক্ত চাহিদার আলোকে বৈদেশিক ক্রয় শাখা কর্তৃক ১৬-১০-০৬ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স Sult Corporation Pte Ltd, সিঙ্গাপুরকে ক্রয়াদেশ (নং-বিজিও-৩৫৫০১০) প্রদান করে এবং এলসি স্থাপন করে ০৫-১১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে। অর্থাৎ চাহিদা প্রদানের তারিখ হতে এক্ষেত্রে সময় ক্ষেপণ হয়েছে প্রায় এক বছর।
- জানুয়ারি/০৭ হতে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে সরবরাহকারীর এই তথ্য ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্বের মূল্যে ০৪ কিস্তির পরিবর্তে ০২ কিস্তিতে বর্ণিত দু'ধরনের সিগারেট সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়েছে। সর্বশেষ কিস্তির ১২ লক্ষ ও ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার স্টিকস গ্রহণের Receipt voucher No.6/G/219; date.29-04-2007 গ্রহণের সময় উক্ত দু'ধরনের সিগারেটের মোট মজুদ ছিল ৫৫৫ সিগারেট ২২,০১,০০০ স্টিকস ও ডানহিল ২২,৬৯,৪০০ স্টিকস এবং ০৪-০৭-১০ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ মজুদ যথাক্রমে ১০,৭৮,০০০ স্টিকস ও ৫,৭৭,০০০ স্টিকস যা ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়নি।
- এম পি এন্ড পি সি শাখার ইনডেন্ট নং-১২/বন্ড/ফরেন/৯০৫; তারিখঃ ১৫-১০-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ক্রয় শাখাকে ০৬ লক্ষ স্টিকস ডানহিল লাইট সিগারেট ক্রয়ের চাহিদার বিপরীতে ০২ কিস্তিতে ০৬ লক্ষ স্টিকস সংগ্রহের লক্ষ্যে ক্রয় শাখা হতে ১১-০৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ (নং-বিজিও-৩৫৬০০১) প্রদান করা হয়। ০২ কিস্তির সর্বশেষ কিস্তির ২,৯৯,৮৬০ স্টিকস সিগারেট গ্রহণের Receipt voucher No.6/G/165; date.27-01-2008 এবং উক্ত তারিখে ডানহিল লাইট সিগারেটের মোট মজুদ দাঁড়ায় ৪,৯৯,৪৬০ স্টিকস। ০৪-০৭-১০ খ্রিঃ তারিখে মজুদ রয়েছে ৩,৪৮,৮৬০ স্টিকস যা ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়নি।
- এমপিএন্ডপিসি শাখার ইনডেন্ট নং-০৫৯ ও ০৬০/এফএসডি/ফরেন/৯০৫; তারিখঃ ০৮-০৩-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে দুই বছরের জন্য Overnight Kits For Gents/Ladies পরিমাণ ৭২০০০ কিটস এবং Shaving Kits For Gents পরিমাণ ৫২,৮০০ প্যাক মোট ০৮ কিস্তিতে সংগ্রহের চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রয় শাখা কর্তৃক M/S. Eastmen Development Ltd, হংকং এর অনুকূলে ৩০-০৮-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ক্রয়াদেশ (বিজিও-৩৬৫০০৩) প্রদান করা হয় ও ০৫-০৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এলসি স্থাপন করা হয়। ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহকারীকে ৩০-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমস্ত মালামালের সরবরাহের শর্ত ছিল।
- নিরীক্ষাকালীন এফএসডি স্টোর অডিট টিমের সরেজমিন পরিদর্শনে overnight kit ৪০,৪৫২ এবং shaving kit ১৫,১৪৭ প্যাক ড্যামেজ অবস্থায় পাওয়া যায়।
- উক্ত এফএসডি স্টোর Aerosol Keen ৫০৫ টি, Canderel Aauchets ৪৪,৫০০ টি ও Skin Tonic ২,৯৮৫ টি মেয়াদ উত্তীর্ন অবস্থায় পাওয়া যায়।
- উল্লিখিত মালামাল প্রকৃত চাহিদার ০৩ মাসের মজুদ নিশ্চিত করে প্রতি কিস্তির জন্য পৃথক ক্রয়াদেশ প্রদান না করে এক সাথে দুই বছরের মালামালের ক্রয়াদেশ প্রদান ও সংগ্রহজনিত কারণে ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় মোট ১,৬৩,৬৪,০৪০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-"৫")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উক্ত তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উত্থাপিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

৪—

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সিগারেট প্রপ্রাইটরী আইটেম হিসেবে সরাসরি আমদানি করা হয়। কিন্তু সিগারেটের স্থায়িত্বকাল কম জেনেও ০২ বছরের সিগারেট ০২ কিস্তিতে আমদানি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭।

শিরোনাম ঃ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটের প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,৩৫.৭২ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, মহাখালী, বা/এ, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১২-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁ/মোটেল, কটেজ, বার, অডিটরিয়াম, এমিউজমেন্ট পার্ক, সংক্রান্ত লীজ চুক্তির নথি ও প্রিমিয়াম, আদায় রেজিষ্টার পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সংস্থা কর্তৃক পর্যটন কর্পোরেশনের মোটেল/রেস্তোরাঁ, কটেজ, বার, এমিউজমেন্ট পার্ক, বেসরকারি মালিকানায় পরিচালনার জন্য সম্পাদিত লীজ চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতায় এক বছরে জড়িত ২,৩৫,৭১,৮৬৪ টাকা আদায় অনিশ্চিত (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৬")।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পরিশিষ্টে উল্লেখিত ০৫ টি পর্যটন অবকাঠামো পরিচালনার জন্য বেসরকারি মালিকানাধীনে সম্পাদিত লীজ চুক্তির শর্ত মোতাবেক নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধ না করায় আরবিট্রেশন ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতায় জড়িত ২,৩৫,৭১,৮৬৪ টাকা আদায়ে অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি হয়েছে।
- পরিশিষ্টে ক্রমিক নং ১ও ২ এর লীজ গ্রহীতার সাথে লীজ চুক্তি বাতিল করে সংস্থা কর্তৃক দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলেও প্রিমিয়াম ও লীজ পরিচালনা কালে রেস্তোরাঁর বিভিন্ন সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ জড়িত অর্থ আদায়ে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ৩,৪ ও ৫ এর লীজ গ্রহীতাগণ নিয়মিত নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম পরিশোধ না করলেও লীজ চুক্তি বাতিলসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- অপরদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং ৫(১৫) মূসক পত্র সেবা ও আর/২০০৭/৪৮; তাং ১৭-০২-২০০৮ খ্রিঃ দ্বারা জানানো হয়, বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় চুক্তির ভিত্তিতে পর্যটন মোটেল/ইউনিটসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস আর নং-১৭০/আইন/২০০০/২৬৯-মূসক; তারিখ ০৮-০৬-২০০০এ বর্ণিত সেবার কোড S ০০৩.০০ এর অধীন ইজারাদার সংজ্ঞাভুক্ত। ফলে ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ সি বিধি-১৭৬ ডি অনুযায়ী টেন্ডারের মাধ্যমে আদায়কৃত মোট মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর আদায় ও রাজস্ব খাতে জমা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী লীজ প্রিমিয়াম আদায় করে ভ্যাট ও উৎসে আয়কর আদায় এবং তা সরকারী কোষাগারে জমা নিশ্চিত না করায় ২৭,০৭,৫০১.৮০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিশিষ্টে ৫জন লীজ গ্রহিতার প্রিমিয়াম বাবদ ১,৩৫,৩৭,৫০৯ টাকা +ক্রমিক নং ৩ এ টার্ণওভার বাবদ অনাদায়ী ২৪,০০,০০০ টাকা + ক্রমিক নং ১ ও ২ এ ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৯,২৬,৮৫৩ টাকা +ভ্যাট ও আয়কর রাজস্ব ক্ষতি ২৭,০৭,৫০১.৮০ টাকা সর্বমোট ২,৩৫,৭১,৮৬৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- লীজ গ্রহীতার নিকট থেকে প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণ বাবদ জড়িত অর্থ আদায়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যথাযথ মনিটরিং ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্যের কারণে আপত্তিকৃত জড়িত অর্থ আদায়ে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৮-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় চুক্তির শর্ত মোতাবেক লীজ গ্রহীতাদের নিকট হতে প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা চলছে। জবাব সন্তোষজনক নয়। পরবর্তীতে ০১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। প্রতিউত্তরে লীজ প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত জড়িত অর্থ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও আদায়ের অগ্রগতি নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ সার রিসিভার্স ঠিকাদার মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সের নিকট হতে ডেমারেজ বাবদ পাওনা ১,৬০,৮১৮ মাঃ ডলার সমপরিমাণ ১,১৫.৭৯ লক্ষ টাকা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি।

বিবরণঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সার পরিবহন শাখার নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- সার পরিবহন ঠিকাদার (রিসিভার্স) মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্স এর নিকট ডেমারেজ বাবদ পাওনা ১,৬০,৮১৮ মাঃ ডলার সমপরিমাণ ১,১৫,৭৮,৮৯৬ টাকা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৭"**। অডিট চলাকালীন সময়ে ১ ইউএস ডলারের মূল্যমান ৭২ টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে।)
- বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বিএডিসি কর্তৃক বিদেশ হতে নন ইউরিয়া সার আমদানীর লক্ষ্যে বেলারুশিয়ান পটাশ কোম্পানী (বিপিসি) এর এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে এমওপি সার আমদানীর চুক্তি হয়।
- বিপিসি এমওপি সার চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের বহিঃ নোংগরে বাল্ক আকারে জাহাজে নিয়ে আসে। উক্ত সার রিসিভ/পরিবহনের জন্য রিসিভার্স হিসেবে বিএডিসি মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সকে নিযুক্ত করেন।
- বিএডিসি এবং মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্স এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ধারা ৪(ছ) অনুযায়ী সার মাদার ভেসেল হতে খালাস করতে বিলম্ব হলে বিলম্বের জন্য প্রোটন ট্রেডার্সকে জরিমানা বা ডেমারেজ দিতে হবে। বিধি অনুযায়ী উক্ত ডেমারেজ প্রোটন ট্রেডার্স বিএডিসিকে প্রদান করবে।
- আলোচ্যক্ষেত্রে মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্স যথাসময়ে সার খালাস করতে না পারায় চুক্তি মোতাবেক বেলারুশিয়ান পটাশ কোম্পানী (বিপিসি) বিএডিসি'র নিকট হতে ডেমারেজ আদায় করে।
- বিএডিসি এবং মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্স এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ধারা ৪(ছ) অনুযায়ী বিএডিসি কর্তৃক পরিশোধকৃত ডেমারেজ মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্স এর নিকট হতে আদায় না করায় সরকারের উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ৪(ছ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, কোন কারণে ডেমারেজ দেয়ার প্রয়োজন হলে এজেন্ট বৈদেশিক মুদ্রায় তা জাহাজকে এবং দেশীয় মুদ্রায় কর্পোরেশনকে দিতে বাধ্য থাকবে। চুক্তিপত্রের উক্ত শর্ত অনুযায়ী এমভি ক্লিপার ফ্রিওয়ে ও এমভি তালা জাহাজের বিপরীতে চট্টগ্রাম বন্দরে আরোপিত ডেমারেজ হতে বাদ দিয়ে মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সের নিকট দাবীকৃত ডেমারেজ হিসাব করা হয়েছে। এছাড়া এমভি গ্রেড ইমেনসিটি জাহাজের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরে অর্জিত ডেসপাচ মংলা বন্দরে আরোপিত ডেমারেজ অপেক্ষা বেশী হওয়ায় ডেসপাচের সাথে ডেমারেজ সমন্বয় পূর্বক উক্ত জাহাজের বিপরীতে কোন ডেমারেজ মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সের নিকট দাবী করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সার খালাসে বিলম্ব হওয়ায় ডেমারেজ পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্স কর্তৃক বিএডিসিকে প্রদান করার কথা। এক্ষেত্রে ডেমারেজ এর সহিত ডেসপাচ সমন্বয়ের কোন সুযোগ নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অডিট চলাকালীন ডেমারেজের টাকা আদায় না হওয়ায় আপত্তি হয়েছে। পরবর্তীতে মেসার্স প্রোটন ট্রেডার্সের নিকট হতে ডেমারেজ আদায় করা হয়েছে। আদায়কৃত টাকা ১,০৬,৬২,৮৮৪ /- বিএডিসি'র অগ্রণী ব্যাংক চট্টগ্রাম শাখার এসটিডি এ/সি ৩৬১০০০২৬ তে জমা করা হয়েছে। পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংক ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে ২,৩৭,৪০,২০৫/- ডেবিট করা হয়েছে। উক্ত ২,৩৭,৪০,২০৫/- টাকার মধ্যে ১,০৬,৬২,৮৮৪/- ডেমারেজ বাবদ জমা করা হয়েছে।
- আপত্তিতে জড়িত ১,১৫,৭৮,৮৯৬ টাকার মধ্যে ১,০৬,৬২,৮৮৪ টাকা আদায় হওয়ায় অবশিষ্ট (১,১৫,৭৮,৮৯৬-১,০৬,৬২,৮৮৪)= ৯,১৬,০১২ টাকা অনাদায়ী থাকায় জবাব নিষ্পত্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী ৯,১৬,০১২ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৯।

শিরোনামঃ ডিপিপি এবং পিপিআর এর শর্ত/বিধি উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করে তা বাতিল করতঃ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান না হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত সংখ্যক পাম্প ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয় ৫,৭৬.৮১ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ থেকে ১০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ''সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ'' প্রকল্পের ডিপিপি, দরপত্র নথি, ক্যাশ বহি, ব্যাংক বিবরণী এবং সংশিষ্ট অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করেও তা বাতিল করতঃ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সাবমারসিবল পাম্প ক্রয়ে অনিয়মিতভাবে ৫,৭৬,৮১,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপিতে (ক্রয় পরিকল্পনা প্যাকেজ নং GD 25 এর Procurement Method & Type) ২কিউসেক সাবমারসিবল পাম্প উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি, (OTM) জাতীয় প্রতিযোগীতামূলক দরপত্র (NCT)তে ক্রয়ের শর্তাদি রয়েছে। সে মোতাবেক ২০১০-১১ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত ২০০০ লক্ষ টাকা আরএডিপির ভিত্তিতে ৬০০ লক্ষ টাকায় ২৪০টি সাবমারসিবল পাম্প OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রেখে কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক ২২-১২-২০১০ খ্রি: তারিখে কৃষি সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা সংস্থা প্রধান অর্থাৎ চেয়ারম্যান কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।
- অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা, ডিপিপি এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক ওটিএম পদ্ধতিতে ডিপিপি তে অর্ন্তভূক্ত ৯৬৭টির মধ্যে ২৪০টি সাবমারসিবল পাম্প ক্রয়ের জন্য ২৯-১২-২০১০ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় যা ৩১-১২-২০১০ তারিখে দৈনিক ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় ও ০২-০১-২০১১ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ৬টি দরপত্র সিডিউল বিক্রয় করা হয়।এ প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় উক্ত প্রকল্পে ডিপিপি অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরের ৫০০টি এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৪৬৭টি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান থাকা স্বত্বেও ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৬৭টি সাবমারসিবল পাম্প সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM)তে সরবরাহ দেয়ার জন্য বিডিপি ও বিএমটিএফ যথাক্রমে ০৮-০১-২০১১ খ্রি: ও ২৯-০১-২০১১ খ্রি: তারিখে সংস্থার চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেন। বিডিপি লি. এবং বিএমটিএফ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিএডিসি কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে দরপত্র আহবান করে।
- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪০টি পাম্প ক্রয়ের সংস্থান ছিল, সেই মোতাবেক ২৪০টি পাম্প ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করে উহা বাতিল করতঃ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনিয়মিতভাবে ৯৬৭টি পাম্প ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ এ বছরে প্রয়োজন অতিরিক্ত (৯৬৭-২৪০)=৭২৭টি পাম্প পরিকল্পনা ছাড়াই ক্রয় করা হয়েছে।
- সংস্থার চেয়ারম্যান ১৮-০১-২০১১ তারিখ অপরাহ্নে গুণগত মান সম্পন্ন ও বিক্রয়োত্তর উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র বাতিল করে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিডিপি থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ মোতাবেক বিডিপি থেকে পাম্প ক্রয় করা হয়।
- উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডিজেল পান্ট লিঃ (বিডিপি) চাহিদাকৃত ২কিউসেক পাম্পের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নয়। তারা বিদেশ হতে পাম্প ক্রয় করে বিএডিসিতে সরবরাহ করে।এক্ষেত্রে বিডিপি লিঃ কেএসবি পাম্প্স লিঃ মুম্বাই-এর বাংলাদেশী এজেন্ট সিগমা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর মাধ্যমে আমদানী করে বিএডিসিতে সরবরাহ করেছে।
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/০৭/০৮ (অংশ-১)/২০০৯/৩৩৩ তারিখ ১৬-০৩-২০১০ এ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ''এখন হতে সকল সরকারী Procurement এর ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল পাওয়া না গেলে বাইরে থেকে ক্রয় করা যাবে।''
- বিডিপি সাবমারসিলবল পাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নয় বিধায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) বিডিপি হতে সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় করা সমীচীন নয় বলে নিরীক্ষা মনে করে। কারণ এতে প্রকল্প প্রতিযোগিতামূলক সাশ্রয়ী দর হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- আরো উল্লেখ্য, বিডিপি সরাসরি বিদেশ হতে সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় না করে তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তির মাধ্যমে আমদানী করে এবং তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে কমিশন গ্রহণ করে। ফলে বিএডিসি প্রতিযোগিতা মূলক সাশ্রয়ী দর হতে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগস্থ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সরকারি মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিডিপি যেহেতু সরকারী প্রতিষ্ঠান সেহেতু বিডিপি থেকে সরাসরি পাম্প ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্নদরে নিম্নমান সম্পন্ন মালামাল সরবরাহের সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা অধিক থাকায় সেক্ষেত্রে সংগৃহীত অধিক/যথাযথ গুণগত মান সম্পন্ন মালামাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এক্ষেত্রে ডিপিপি এবং পিপিআর এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের ব্যত্যয় এবং পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬(ছ) শর্ত লংঘিত হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে পাম্প সরবরাহ নেয়ার সাথে সংশিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধে PPR অনুসরণে ক্রয় করার অনুরোধ করা গেল।

৫—

অনুচ্ছেদ- ১০।

শিরোনামঃ পিপিআর'০৮ এবং ডিপিপি এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ছাড়া সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মেশিনারী ক্রয়।

বিবরণঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ থেকে ১০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ক্রয় শাখা এবং বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ছাড়াই ২,৩০,৬৪,৪০০ টাকা মূল্যের মেশিনারী ক্রয় করা হয়েছে।
- ডাল তৈল বীজ প্রকল্পের অর্থে ক্রয় শাখা কর্তৃক ৩টি সীড ক্লীনার মেশিন ও ১টি ড্রয়ার মেশিন দরপত্র আহবান ছাড়াই বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) থেকে ১,৩২,৭১,০০০.০০ টাকাতে ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত উন্মুক্ত দরপত্র আহবান এর শর্তের ব্যতয় করে। ক্রয়াদেশ নং-১২.২২৫.০০৭.০১.০৫.০১৭. ২০১০/৩৭৬ তারিখ ০৭-১২-১০খ্রিঃ।
- অনুরুপভাবে দরপত্র ছাড়াই ''বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা'' প্রকল্পের অর্থে ৯৭,৯৩,৪০০.০০ টাকা মূল্যের ২টি সীড ক্লিনার ও ১টি জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে ।
- চালানপত্র এবং কার্যাদেশ থেকে দেখা যায় মেশিনগুলো ইউকে, জার্মান এবং ডেনমার্ক থেকে আমদানী করে বিএমটিএফ কর্তৃক বিএডিসিতে সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিএমটিএফ তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বিএমটিএফ সরবরাহকারী।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি -৬১ অনুযায়ী আলোচ্য ক্রয় কার্য উন্মুক্ত দরপত্র আহবান পদ্ধতিতে ক্রয়ের নির্দেশনাও উপেক্ষিত হয়েছে। দরপত্র আহবান ছাড়াই সরাসরি ক্রয়ের জন্য বিএডিসি এর চেয়ারম্যান জনাব ডঃ এসএম নাজমুল ইসলাম নথিতে অনুমোদন দিয়েছেন।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভার ০২-০৩-১০ তারিখের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে ''সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে'' সিদ্ধান্তটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/০৭/০৮ (অংশ-১)/২০০৯/৩৩৩ তারিখ ১৬-০৩-১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে।
- বিএমটিএফ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী নয় বিধায় বিএমটিএফ থেকে ক্রয়ের বিষয়ে উপরে বর্ণিত সমস্ত নির্দেশনা উপেক্ষিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, HOPE হিসেবে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। বিএমটিএফ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান বিধায় বিএমটিএফ থেকে মালামালগুলো ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পিপিআর'২০০৮, ডিপিপি এর নির্দেশনা এবং একনেক সভার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আলোচ্য ক্রয় কাজ সম্পাদিত হয়েছে বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- সচিব উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিত ক্রয়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ধরণের অনিয়ম রোধে পিপিআর অনুসরণের জন্য সুপারিশ করা হল।

অনুচ্ছেদ- ১১।

শিরোনাম ঃ সরকারী অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচীর দরপত্র সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ১,৬০.২৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ থেকে ১০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, কর্মসূচী পরিচালক, শেরপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী, বিএডিসি, জামালপুর এর ২০০৯-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০২-২০১২ খ্রিঃ হতে ০১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) ও কর্মসূচী পরিচালক, টাংগাইল জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী, বিএডিসি, টাংগাইল এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সরকারী অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচীর ক্যাশ বুক, দরপত্র বিক্রয়ের রেজিষ্টার, প্রাপ্তির রশিদ বহি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- দরপত্র বিক্রয়লব্ধ ১,৬০,২৮,৫৬৮ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৮")।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচী-১১৬/০২/১০৫১ তারিখ ০৪-০৪-২০০৫খ্রিঃ অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত এবং বৈদেশিক ঋণের অর্থ দ্বারা গৃহীত উন্নয়ন কাজের দরপত্র দলিল বিক্রয়লব্ধ টাকা যথানিয়মে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান রয়েছে।
- দরপত্র দলিল বিক্রয়লব্ধ আয়কে বিএডিসি'র নিজস্ব আয় হিসেবে গণ্য করে বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা করেছে যা উপরোক্ত আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ফলে উল্লিখিত অর্থ রাজস্ব প্রাপ্তি হতে সরকার বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সিডিউল বিক্রয়লব্ধ টাকা বিএডিসি'র নিজস্ব আয় হিসেবে গণ্য করে বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সিডিউল বিক্রয়লব্ধ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক সরকারের নিজস্ব নন ট্যাক্স আয় হিসেবে গণ্য, বিএডিসি'র নিজস্ব আয় হিসেবে নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রকল্পের নিজস্ব আয় হিসেবে প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচী-১১৬/০২/১০৫১ তারিখ ০৪-০৪-২০০৫ খ্রিঃ মোতাবেক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কাজের দরপত্র দলিল বিক্রির টাকা সরকারের নিজস্ব আয়। সুতরাং উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১২।

শিরোনাম ঃ ক্রয়কৃত ট্রাক্টর ৪ বছর যাবৎ ব্যবহৃত না হলেও পুনরায় ডিপিপিতে নতুন ট্রাক্টর ক্রয়ের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে ট্রাক্টর ক্রয়ে সরকারি অর্থের অপচয় ৩৪.৭০ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ থেকে ১০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বিএডিসি উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- ক্রয়কৃত ট্রাক্টর ৪ বছর যাবৎ ব্যবহৃত না হলেও পুনরায় ডিপিপিতে নতুন ট্রাক্টর ক্রয়ের প্রস্তাব অর্ন্তভূক্ত করে ট্রাক্টর ক্রয়ে সরকারের অর্থ অপচয় ৩৪,৭০,০০০ টাকা।
- উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে ছোট বড় ৯টি উদ্যান রয়েছে। উক্ত ৯টি উদ্যানের মাসিক প্রতিবেদন (জুন'১১) থেকে দেখা যায় ৯টি উদ্যানে মোট ৩৫টি ট্রাক্টর রয়েছে তন্মধ্যে ১৫টি বর্তমানে চালু এবং ২০টি নষ্ট কিন্তু অকেজো ঘোষিত হয়নি।
- উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাতে দেখা যায় অধিকাংশ ট্রাক্টরগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। কারণ ১৫টি চালু ট্রাক্টর ১ বছরের মধ্যে মাত্র ১৩৯.৯৫ ঘন্টা ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ট্রাক্টর ব্যবহারের শতকরা হার মাত্র ০.১০৬%।
- কাশিমপুর উদ্যানে রয়েছে ০৬টি ট্রাক্টর তন্মধ্যে ০৩টি সাময়িক নষ্ট অপর ৩টি চালু। ১ বছরের মধ্যে চালু ০৩টি ট্রাক্টরের মধ্যে মাত্র ১টি ট্রাক্টর ১০ ঘন্টা ব্যবহৃত হয়েছে। ২টি নতুন ট্রাক্টর চাহিদানুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে সুযোগ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (গুমাবী প্রকল্প) এর মাধ্যমে ১৭,৩৫,০০০ x ২ = ৩৪,৭০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে।
- উক্ত ২টি ট্রাক্টরের মধ্যে ১টি ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত (২০১২ সাল) প্যাকিং অবস্থাতে রয়েছে। অপরটিও ব্যবহৃত হয়নি।
- রাজশাহী উদ্যানে ৩টি চালু ট্রাক্টরের মধ্যে ১ বছরে ব্যবহৃত হয়েছে ১টি ট্রাক্টর মাত্র ০৩ ঘন্টা অর্থাৎ এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ট্রাক্টর রয়েছে।
- উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয়তা ছাড়া গুমাবী (গুনগত মান সম্পন্ন বীজ উন্নয়ন প্রকল্প) প্রকল্পের অর্থে ২টি ট্রাক্টর ক্রয় করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- চালু ট্রাক্টরগুলোর ব্যবহার মাত্র ০.১০৬% হওয়া সত্ত্বেও এবং কিছু ট্রাক্টর নতুন অবস্থা থেকে ৪/৫ বছর যাবৎ ব্যবহৃত না হলেও উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের Integrated Quality Horticulture Development Project (Phase-II) এ নতুন করে ৩টি ট্রাক্টর ক্রয় প্রস্তাব ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত করে অনুমোদন এবং ক্রয় করা যথাযথ হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রয়োজন অতিরিক্ত ট্রাক্টর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সংস্থার খামার বিভাগ অথবা অন্য বিভাগে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উদ্যান উন্নয়ন বিভাগে প্রয়োজন অতিরিক্ত ট্রাক্টর/অলস ট্রাক্টর থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ক্রয়ের জন্য নতুন ডিপিপি (2nd Phase) তে ট্রাক্টর ক্রয়ের সংস্থান রাখা সঠিক হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ৯টি কেন্দ্রের কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫টি চালু ট্রাক্টরের সাথে আরও ৩টি নতুন ক্রয় করা হয়েছে।
- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ উদ্যান উন্নয়ন বিভাগে প্রয়োজন অতিরিক্ত ট্রাক্টর থাকা সত্ত্বেও/অলস ট্রাক্টর থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ক্রয়ের জন্য নতুন ডিপিপি (2nd Phase) তে ট্রাক্টর ক্রয়ের সংস্থান রাখা সঠিক হয়নি। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৮-০১-২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুনঃ জবাব পাওয়া যায়। জবাব পূর্বের অনুরুপ হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চাহিদা মূল্যায়ন ব্যতিরেকে অপ্রয়োজনীয় ট্রাক্টর ক্রয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম ঃ নতুন ডিহিউমিডিফায়ার (Dehumidifier) স্থাপনের ৩ মাস পর অকেজো হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ৩৮.২৭লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

কাশিমপুর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এর ২০১০-১১ সালের হিসাব ১০-০২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ডিহিউমিডিফায়ার সংশিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- নতুন ডিহিউমিডিফায়ার স্থাপনের ৩ মাস পর অকেজো হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ৩৮,২৭,০০০ টাকা।
- বিএডিসি প্রধান কার্যালয়ের "গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে সুযোগ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ (গুমাবীসবৃসুআশ)" প্রকল্পের ০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ক্রয়াদেশ মোতাবেক মেসার্স সুমায়ের ট্রেডিং, ঢাকা কর্তৃক কাশিমপুর বীজ উৎপাদন খামারে ১ টি ডিহিউমিডিফায়ার (কক্ষ নির্মাণ, ইনসুলেশন ও ওয়ারিংসহ) ৩৮,২৭,০০০ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হয়।
- সরবরাহকারী কর্তৃক ১০-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ডিহিউমিডিফায়ারটি হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর কম্প্রেসারটি অকেজো হওয়ায় ১৩-১১-২০১০ খ্রিঃ এবং ০৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ডিহিউমিডিফায়ার মেশিনটি চালুকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক এবং সরবরাহকারীকে অবহিত করা হলেও ২৩-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেশিনটি চালু হয়নি।
- মেশিনটি অকেজো থাকায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে খামারে উৎপাদিত ৪৩,৫০০ কেজি উচ্চমূল্যের হাইব্রিড বীজ ময়মনসিংহ অধিক বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের ডিহিউমিডিফায়ারে সংরক্ষণ করতে হয়েছে। কিন্তু ক্রয়াদেশের ১৯নং শর্তানুযায়ী মালামাল সন্তোষজনকভাবে বুঝে পাওয়ার পর এবং ১(এক) বছর ত্রুটিমুক্তভাবে ব্যবহারের পর পারফরমেন্স সিকিউরিটি ঠিকাদারকে ফেরৎ প্রদানের উল্লেখ রয়েছে।
- কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক ডিহিউমিডিফায়ার মেরামত না করেই পারফরমেন্স সিকিউরিটি ফেরৎ দেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, সরবরাহকারী কর্তৃক মেশিনটি ইন্ডিয়ান প্রকৌশলী দিয়ে মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উলেখ করলেও অদ্যাবধি সরবরাহকারী কর্তৃক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অতিসত্ত্বর প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সমাধা করে মেশিনটি পুনঃচালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- হাইব্রিড বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ডিহিউমিডিফায়ার মেশিনটি স্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু তা স্থাপনের পর হতে অদ্যাবধি অচল থাকায় অর্থ ব্যয়ের ফলপ্রসুতা অর্জিত হচ্ছে না ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নতুন ডিহিউমিডিফায়ার স্থাপনের ৩ মাস পর অকেজো হওয়ার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনাম ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ২০-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ১৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক সাধারণ সভায় ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২০১০-১১ সালের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে পরিবহন ক্ষমতা ও প্রকৃত পরিবহনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট -"৯" তে দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রাপ্তব্য নিট কিলোমিটার ৫.৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবিন ফ্যাক্টর অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে মালামাল পরিবহন ১১.৭২%, ফ্লাইট সংখ্যা ৯.১০% এবং প্যাসেঞ্জার সংখ্যা ২১.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য কার্গোটন নির্ধারণ করতঃ তা ১০০% অর্জনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে কেবিন ফ্যাক্টর অর্জিত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট -"৯-১" তে দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে পরিচালনা আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ১২.৮৮% এবং ১৮.৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিচালনা আয় ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৫৯.৯২% এবং অপরিচালনা ব্যয় ৯৮.৩৫% হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে নীট ক্ষতির পরিমাণ ৩৩৩.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিচালনা আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস পেলেও পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা গ্রহণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ৩০-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে নোট-৮ এ ভান্ডার ও যন্ত্রাংশ খাতে ২৩,০৭৭.৮৫ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। সমুদয় মালামাল ভান্ডারজাত করণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অযোগ্য মালামাল বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ৩০-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে নোট-৯ এ ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ২২,২৯৮.৬০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। সমুদয় টাকার অনুকূলে তালিকা প্রণয়নপূর্বক বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ৩০-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে নোট-১০ এ অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১,০৬,৮৩৬.৫০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ৩০-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Equities & Liabilities খাতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ২০৭২.৯০ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু একই অর্থ বছরে Statement of Changes in Equity তে ২০৮২.৪১ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত ৯.৫১ কোটি টাকা কম প্রদর্শনের বিষয়টি তথ্য/প্রমাণকসহ বিস্তারিত বিবরণী প্রেরণ করা আবশ্যক।
- ৩০-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Liabilities খাতে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গিয়ারিং রেশিও যথাক্রমে ৭১.৩৫% ও ৮১.১৭%। ফলে ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে গিয়ারিং রেশিও ৯.৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। যা কোম্পানীর উচ্চ মাত্রার ঋণ ঝুঁকি নির্দেশ করে। উক্ত ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ১৯৭১-১৯৭৪ অর্থবছর থেকে ২০০৯-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৫৭১ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৯৬২টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অমীমাংসিত ৬০৯ টি অনুচ্ছেদের জড়িত টাকার পরিমাণ ১,৬৩,৮১২.৯৮ লক্ষ বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট -"৯-২" তে দেখানো হলো।
- প্রতিষ্ঠানটির দায়দেনা ও সম্পদ-পরিসম্পদ এর বিবরণী পরিশিষ্ট- "৯-৩" তে দেখানো হলো।

৬—

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণযোগ্য সকল ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণপূর্বক বিমান এর সেবা বৃদ্ধি এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ অমীমাংসিত অনুচ্ছেদগুলো মীমাংসার জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, (বিএডিসি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯- ২০১০ হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের অর্থ বছরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) এর অনুকূলে যথাক্রমে ২৬-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং- ১২.২৩২.০১১. ০০০০.০০৩.২০১১/১২৯, ০১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং-১২.২৩২.০১১.০০০০.০০৩.২০১১/১৩৬(৫), ১১-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং-১২.২৩২.০১১.০০০০.০০৩.২০১১/১৫৯(৫) মূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৪-০৮-২০১১খ্রিঃ তারিখে, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ০৬-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ০৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্যদের সভায় ১৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর অনুচ্ছেদ ৮০ (৫) মোতাবেক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পর যথারীতি আয় ব্যয়ের হিসাব তথা আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করার কথা। আলোচ্য পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব পরবর্তী ২/১ বছরের মধ্যেও প্রস্তুত করা হয়নি। সংস্থার আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে এইরূপ দীর্ঘসূত্রীতার কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) অধীনস্থ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট- "১০" তে দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত বীজ বর্ধন খামারে কোন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ এর ক্ষেত্রে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে গম বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও অন্য কোন বীজের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। আলু বীজ, পাট বীজ, ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে আলু বীজ. ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করলেও পাটবীজ কোন বছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেনি। সকল প্রকল্পে সঠিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উহা অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ের প্রতিষ্ঠানটির সকল উন্নয়ন প্রকল্পের লাভ/ক্ষতির তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "১০-১" তে দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর হতে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে পুঞ্জীভূত লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৪১৭২.৭৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারপূর্বক বিক্রয় ও বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য আইটেমসমূহে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটিকে আরো লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে চলতি সম্পদ অংশে বিবিধ আগাম খাতে ৩৬৯৬.২১ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় আগাম টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে চলতি সম্পদ অংশে সমাপনী মজুদ ১৯৪৬৪৫.০৯ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকার সমর্থনে প্রকল্পভিত্তিক Stock Verification Certificate সরবরাহ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে চলতি সম্পদ অংশে ইন ট্রানজিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২৪৮.৩৬ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের যথাযথ মিলিকরণে যে সকল প্রকল্পে ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে সে সকল প্রকল্পে পৃথক সমন্বয় করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে চলতি সম্পদ অংশে বিবিধ পাওনাদার খাতে ২০৬২.৬২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় পাওনা টাকা পরিশোধ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের বিবরণী পরিশিষ্ট "১০-২" এ দেখানো হলো। উক্ত পরিশিষ্ট যাচাই করে দেখা যায় যে, ১৯৭২-৭৩ হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১০৯২টি। তন্মধ্যে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২১৩টি, অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৮৭৯টি। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদসমূহ দ্রুত মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির দায় দেনা ও সম্পদ- পরিসম্পদ এর বিবরণী পরিশিষ্ট "১০-৩" এ দেখানো হল ।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাজোরদারপূর্বক বিক্রয় ও বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য আইটেমসমূহে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখ ঃ ২৩/০৮/১৪২৩ খ্রিঃ, ঢাকা।
০৭/১২/২০১৬

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/৬৬২০ কম/এ—৮০০ বই, ২০১৬